দৈনিক সংবাদ

তারিখ 12 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

১০১

প্রকৌশল শিক্ষা ও বিআইটি

১লা সেপ্টেম্বর '৯৫ সংবাদ-এর চিঠিপত্র বিভাগে বিআইটি রাজশাহীর স্বাধীন ইকবালের পত্রে প্রকৌশল শিক্ষার উন্নয়নের স্বার্থে সাবেক প্রকৌশল কলেজ-গুলোকে ১৯৮৬ সালে বিআইটিতে রূপান্তরিত করার পরও যে অনেক সমস্যা রয়েছে সেগুলো প্রকাশ পেয়েছে। একই বিষয়ের ওপর ডঃ এম শামসুল আলম সংবাদ-এর মুক্ত আলোচনা কলামে পূর্বে লিখেছেন।

আমি একজন প্রকৌশলী। ৭৮ সিরিজের রাজশাহীর ছাত্র ছিলাম। ঐ সময়ে আমরা বিআইটি প্রতিষ্ঠার জন্য রাজশাহী শহর এবং ঢাকার রাজপথে দীর্ঘদিন আন্দোলন করেছি। সেই আন্দোলনের ফলস্বরূপ বিআইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসনিক বাধা দূরীকরণ, শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন, জাতীয়ভাবে পরিচিতকরণ ইত্যাদির দায়িত্ব সরকারে রয়েছে। পাশাপাশি বিআইটিসমূহের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্রছাত্রী, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের সর্বাত্মক চেষ্টারও প্রয়োজন। এইগুলো নিম্নরূপভাবে করা যেতে পারে। প্রতিষ্ঠানের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো সমাধানের জন্য বিআইটি কর্তৃক প্রশাসনিকভাবে সরকারকে অবগত করা। দাবিসমূহ দেশবাসীর নিকট প্রচার ও জনমত গঠনের জন্য ফোরাম গঠন। বিআইটিগুলো বিভাগীয় শহরে অবস্থিত। এখান থেকে ডিগ্রি অর্জনের পর বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী চাকরি ক্ষেত্রে অন্যত্র, বিশেষ করে ঢাকায় থাকেন। তাই ফোরাম স্থানীয়ভাবে গঠন করে ফোরামের ঢাকায় একটি কেন্দ্রীয় দপ্তর রাখা দরকার। ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটে এই দপ্তর হতে পারে। এখান থেকে বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে দাবিসমূহ কেন্দ্রীয়ভাবে প্রচার করা যায়। স্বল্পতম সময়ে জনমত তৈরি এবং দাবি আদায়ে সরকারের সদিচ্ছার জন্য এটা সহায়ক হবে। বিআইটিসমূহের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিতভাবে দেশের রেডিও, টেলিভিশনের বিতর্ক প্রতিযোগিতা, জ্ঞান জিজ্ঞাসা, পরিচিতি-মূলক এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, পত্রিকায় লেখা, স্থানীয় বিভাগীয় শহরের প্রকৌশলগত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা, বিআইটি থেকে মাসিক কারিগরি ম্যাগাজিন প্রকাশ এবং প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীর মাঝে বিতরণ, নিয়মিত সমাবর্তনের আয়োজন করা, সেশন জট দূর করা, প্রশাসনিক বার্ষিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ ও বিতরণ, নিয়মিত সেমিনার আয়োজন করা, মেধাবী ছাত্রীদের লেঃ সেলিম বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এই সকল কার্যপরিচালনার জন্য বিআইটি প্রতিষ্ঠান-গুলোতে পৃথক জনসংযোগ শাখা গঠন করা যায়।

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
১৪৬/২, ওয়াপদা রোড,
পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা।